সংবিধান - ৩

Siddhartha Sankar Das

Instructor, P2A

৬ষ্ঠ অধ্যায়: বিচার বিভাগ (৯৪-১১৭)

৯৪ । সুপ্রিম কোর্ট-প্রতিষ্ঠা

- আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে "বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট" গঠিত হবে;
- "বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি" এবং রাষ্ট্রপতি যতজন বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন মনে করবে, ততজন বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে।

৯৫ । বিচারক-নিয়োগ

- প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির পরামর্শ নিয়ে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগ দান করবে।

বিচারক হওয়ার অযোগ্যতা:

- বাংলাদেশের নাগরিক না হলে এবং
- (ক) সুপ্রিম কোর্টে অন্যূন ১০ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকলে; অথবা
- (খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্য অন্যুন ১০ বৎসর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করে থাকলে।

বর্তমান প্রধান বিচারপতি (২৫ তম)

সৈয়দ রেফাত আহমেদ

৯৬| বিচারকদের পদের মেয়াদ

- (১) কোন বিচারক **সাতষট্টি বৎসর (৬৭)** বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।
- (২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত **রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাবে না।**

সুপ্রিম কোর্ট

সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক

১০২। কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা

১০২(১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করতে পারবেন।

১০৬ নং- সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার

- রাষ্ট্রপতি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামতের জন্য আপীল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে পারেন।

(রাষ্ট্রপতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ পড়ানোর বিষয়ে মতামত চেয়েছিলেন)

১০৮। "কোর্ট অব রেকর্ড" রূপে সুপ্রীম কোর্ট

সুপ্রীম কোর্ট একটি "কোর্ট অব্ রেকর্ড" হবে এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান বা দণ্ডাদেশ দানের ক্ষমতাসহ আইন-সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী থাকবে।

১১৬ নং – অধস্তন আদালত সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা

অধস্তন আদালতের দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে।

১১৭ । প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ

- সংসদে আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।
- কতিপয় বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংসদ আইনের মাধ্যমে এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কী?

প্রশাসন বিষয়ক বিশেষ ধরনের মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করা সাধারণ আদালতগুলোর পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাই এক্ষেত্রে প্রশাসন বিষয়ক মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ধরনের অস্থায়ী আদালত গঠন করা হয়, যা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নামে পরিচিত। বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত বিচার ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল।

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা, প্রকৃতি, ট্রাইব্যুনালের সদস্যসংখ্যা, সদস্যদের নিয়োগ পদ্ধতি ও কর্মের শর্তাবলি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

Amicus Curiae (অ্যামিকাস কিউরি):

- শব্দটি ল্যাটিন ভাষা থেকে আগত। এর অর্থ- **আদালতের বন্ধু**।
- এটি হলো অভিজ্ঞ আইনজীবী প্যানেল। আদালত যদি কোনো বিষয় না বুঝে অথবা আরো বুঝার থাকলে যেকোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞের মতামত নেন। এই বিশেষজ্ঞগণ হলেন অ্যামিকাস কিউরি।

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল

- বিচারকরা যদি সংবিধান লঙ্ঘন করেন বা গুরুতর অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হন, সেক্ষেত্রে তাদের অপসারণের জন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত করা হয়।
- ৯৬(৩) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকদের মধ্যে অন্য যে ২ জন কর্মে প্রবীণ তাদের নিয়ে গঠিত।
- ২০২৪ সালের ২০ অক্টোবর ষোড়শ সংশোধনীর রিভিউ আদেশ বাতিল হয়ে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদ হতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের নিকট ন্যস্ত হয়।

৭ম ভাগ: নির্বাচন

(১১৮-১২৬)

১১৮ । নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা

(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক ৪ জন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

(২) নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদ কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে ০৫ বছর।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার: এএমএম নাসির উদ্দিন

১২১। প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকা

সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার একটি ভোটার তালিকা থাকবে, কোন বিশেষ ভোটার তালিকা থাকবে না।

১২২। ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা

ভোটার হবার যোগ্যতা

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক

(খ) বয়স আঠার বৎসর

(গ) যোগ্য আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকা

(ঘ) নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হওয়া

ভোটার তালিকা

- ২০০৮ সালে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা শুরু হয়।
- ২ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে পালিত হয়।
- ২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনে 'না' ভোটের বিধান ছিল।

১২৩ । নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন:

- মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ থেকে ৬০ দিন আগে এবং মেয়াদ শেষ হওয়া ছাড়া রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হলে, শূন্য হবার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হবে।

সংসদ নির্বাচন

মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন আগে এবং মেয়াদ শেষ হওয়া ছাড়া কোন কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হবে।

অষ্টম অধ্যায়:

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

(১২৭-১৩২)

১২৭ নং: মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা

“মহা হিসাব নিরীক্ষক” কে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করবেন।

মহা হিসাব-নিরীক্ষক

Comptroller and Auditor General

নবম অধ্যায়:

বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

(১৩৩-১৪১)

১৩৩ নং: নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি

- সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।
- বাংলাদেশ সরকারি চাকুরি নিয়োগ বিধিমালা জারি হয় ১৯৮১ সালে।

১৩৭ নং: কমিশন প্রতিষ্ঠা

PSC

বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাবে এবং একজন সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যকে নিয়ে প্রত্যেক কমিশন গঠিত হবে।

কর্ম কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান

মোবাশ্বের মোনেম

নবম (ক):

জরুরি বিধানাবলি

১৪১ক: জরুরি অবস্থা ঘোষণা

- রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন, যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বিপদের সম্মুখীন, তাহলে তিনি [**অনধিক ১২০ দিনের জন্য**] জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন।
- শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য ঘোষণার পূর্বেই **প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর** প্রয়োজন হবে।

১৪১খ

৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ নং অনুচ্ছেদসমূহ স্থগিত থাকবে।

দশম ভাগ:

সংবিধান সংশোধনী (১৪২)

১৪২ নং: সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা

- (ক) সংসদ আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হবে। সংবিধান সংশোধন করতে হলে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার ~~অন্যূন~~ **দুই তৃতীয়াংশ (২/৩) ভোটের প্রয়োজন হবে**।
- (খ) বিলটি পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি ৭ দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দিবেন। তিনি সম্মতি দানে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদ অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।

একাদশ বিভাগ: বিবিধ

(১৪৩-১৫৩)

১৪৩ নং: প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি

- **নিম্নলিখিত সম্পত্তিসমূহ প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হবে**
- ক) বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তস্থ খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী
- (খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তবর্তী মহাসাগরের অন্তস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহী সোপানের উপরিস্থ ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী।
- গ) বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিক বিহীন যে কোন সম্পত্তি।

১৪৫ নং: চুক্তি ও দলিল

- প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলে প্রকাশ হবে।

১৪৫ক: আন্তর্জাতিক চুক্তি

- বিদেশের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে।
- রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন। তবে জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোন চুক্তি সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হবে।

১৪৬ নং: বাংলাদেশের নামে মামলা

- “বাংলাদেশ” এই নামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে।

১৫৩ নং

- সংবিধানকে **‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান'** বলে উল্লেখ করা হবে। বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে **বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।**

তফসিল

তফসিল

- তফসিল শব্দের বাংলা অর্থ বিবরণ। কোনো বিষয়ে আলোচনার পর সে আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য অতিরিক্ত বিবরণের প্রয়োজন হলে উক্ত অতিরিক্ত আলোচনাকে তফসিল বলে।
- বাংলাদেশের সংবিধানে ৭টি তফসিল আছে।
- ১৯৭২ সালের সংবিধানে ৪টি তফসিল ছিল। ১৫শ সংশোধনীতে ৩টি যুক্ত হয়ে মোট ৭টি তফসিল হয়।

প্রথম তফসিল

অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন।

(৪৭ নং অনুচ্ছেদ)

দ্বিতীয় তফসিল

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (বিলুপ্ত)

৩য় তফসিল: শপথ (১৪৮ নং)

৪র্থ তফসিল

ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

১৫০(১) নং অনুচ্ছেদ

সংশোধনী

প্রথম সংশোধনী

- উত্থাপিত হয় : প্রথম সংসদে
- ৯৩ হাজার যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয় সংশোধনী

- উত্থাপিত হয়: প্রথম সংসদে
- জরুরি অবস্থা জারির বিধান সংবিধানে সংযুক্তকরণ।
- জরুরি অবস্থায় সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদ সমূহের বিধান স্থগিত থাকবে।

তৃতীয় সংশোধনী

- উত্থাপিত হয় প্রথম সংসদে
- ১৯৭৪ সালের ১৬ মে স্বাক্ষরিত মুজিব ইন্দিরা সীমান্ত চুক্তি সংবিধানে সংযোজন, ভারতকে বেড়ুবাড়ি হস্তান্তর।

চতুর্থ সংশোধনী ১৯৭৫

- উত্থাপিত হয় : প্রথম সংসদে
- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন।
- উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ।
- একটি মাত্র জাতীয় দল থাকবে (বাকশাল)।
- উক্ত জাতীয় দলের মনোনয়ন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য পদে নির্বাচন করতে পারবেন না ।

চতুর্থ সংশোধনী

- মত প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিধান বাদ দেওয়া হয়।
- জাতীয় সংসদের মেয়াদ আরও ১৯৭৫ এর ২৫ জানুয়ারি থেকে আরও ৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়।
- রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে হলে মোট সদস্যের ৩/৪ অংশের সমর্থন লাগবে।
- সব থেকে বেশি সংশোধনী আনা হয়েছে- প্রথম সংসদে (৪ বার)

পঞ্চম সংশোধনী (অবৈধ)

- ২য় সংসদে পাশকৃত (৫ এপ্রিল, ১৯৭৯)
- সংশোধনীটি উচ্চ আদালতের রায়ে ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অবৈধ ঘোষিত হয়ে যায়।

পঞ্চম সংশোধনী (অবৈধ)

- ইনডেমনিটি বিল (১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ থেকে ৫ এপ্রিল, ১৯৭৯ পর্যন্ত জারিকৃত সকল আদেশ বৈধতা দান)
- মূলনীতির পরিবর্তন
- বাংলাদেশী জাতীয়বাদ প্রবর্তন
- সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস প্রতিস্থাপন
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র প্রতিস্থাপন

পঞ্চম সংশোধনী (অবৈধ)

- প্রস্তাবনায় মুক্তি সংগ্রামের স্থলে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধ প্রতিস্থাপন
- বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে ন্যস্তকরণ।
- সংসদে পাশকৃত বিলে রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা রহিতকরণ।
- সংসদ সদস্যদের আস্থাভাজনকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ।

অষ্টম সংশোধনী

- প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংযোজন।
- Bengali এর পরিবর্তে Bangla প্রবর্তন করা হয়।
- Dacca এর পরিবর্তে Dhaka প্রবর্তন করা হয়।

অষ্টম সংশোধনী

- কোনো নাগরিক কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের কাছ থেকে খেতাব গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা
- সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ৬টি বেঞ্চ (রংপুর, যশোর, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম)- ৬টি জেলায় স্থাপন করা হয়। (বিকেন্দ্রীকরণ)
- নোট : ১৯৮৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর আনোয়ার হোসেন বনাম বাংলাদেশ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ৮ম সংশোধনীর ২য় অংশ (৬টি স্থায়ীবেঞ্চ গঠনের বিধান) বাতিল করা হয়।

দ্বাদশ সংশোধনী

- উত্থাপিত হয়: পঞ্চম সংসদে
- ১৯৯১ সালের ৬ আগস্টের এ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৭ বছর পর দেশে পুনরায় সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়।
  সংশোধনীটি উত্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।
- ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি গণভোটে সম্মতি দেন।
- **যে দুটি সংশোধনীর মধ্যবর্তী সময়ে দেশে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা চালু ছিল- চতুর্থ থেকে দ্বাদশ (১৯৭৫-১৯৯১)**

ত্রয়োদশ সংশোধনী (বাতিল)

- উত্থাপিত হয়: ষষ্ঠ সংসদে
- নিরপেক্ষ-নিদর্লীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার এই সংশোধনীটি উত্থাপন করেন। **উচ্চ আদালতের আদেশে ২০১১ সালের ১০ মে এই সংশোধনীটি বাতিল হয়।**

পঞ্চদশ সংশোধনী (সবচেয়ে বেশি সংশোধন হয়: ৫৫ টি)

- উত্থাপিত হয়: নবম সংসদে
- সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা পুনর্বহাল করা হয় এবং
- রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সংযোজন করা হয়।
- শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক হিসেবে স্বীকৃতিও দেওয়া হয়।

- এই সংশোধনীর দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়,
- জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বিদ্যমান ৪৫-এর স্থলে ৫০ করা হয়।
- সংবিধানে ৭ অনুচ্ছেদের পরে ৭ক ও ৭খ অনুচ্ছেদ সংযোজন করে সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পথ রুদ্ধ করা হয়।

সন্নিবেশ

- সংবিধানে ৭ অনুচ্ছেদের পরে ৭ক ও ৭খ অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করে সংবিধান বহির্ভূত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল অবৈধ করা হয়
- পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ১৮(ক)
- উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি— ২৩ক
- নতুন ৩টি তফসিলের সংযোজন: ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম

বিলোপ

- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল
- সংবিধান সংশোধনে গণভোট বাতিল

পঞ্চদশ সংশোধনীর ছয়টি বিধান বাতিল

(১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪)

- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল (বিলুপ্তির ২টি ধারা বাতিল)
- গণভোটের বিধান বহাল
- ৭(ক), ৭(খ), ৪৪(২) নং অনুচ্ছেদ বাতিল
- বাকী বিধানগুলোর ভার জাতীয় সংসদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে আদালত।

ষোড়শ সংশোধনী (বাতিল)

- উত্থাপিত হয়: দশম সংসদে
- পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিধান পাস করা হয় এই সংশোধনীর মাধ্যমে।
- সব থেকে বেশি ভোট পড়েছে - ষোড়শ সংশোধনীতে (৩২৭-০ ভোটে পাশ)
- **যে কয়টি সংশোধনী আদালত কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয়েছে - ৪ টি (৫ম, ৭ম, ১৩শ, ১৬শ)**

সপ্তদশ সংশোধনী

- সংরক্ষিত ৫০টি নারী আসনের মেয়াদ ২০৪৪ সাল পর্যন্ত আরো ২৫ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়।

(১৯৭২ সালে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ছিল ১৫টি)

গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

বিষয়	যুক্ত	বিলুপ্ত	পুনঃপ্রর্বতন
সংসদীয় সরকার পদ্ধতি	মূল সংবিধান	চতুর্থ	দ্বাদশ
প্রস্তাবনায় মুক্তি সংগ্রাম	মূল সংবিধান	পঞ্চম	পঞ্চদশ
ধর্মনিরপেক্ষতা	মূল সংবিধান	পঞ্চম	পঞ্চদশ
বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ	মূল সংবিধান	পঞ্চম	পঞ্চদশ
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ভোট	চতুর্থ	দ্বাদশ	
উপরাষ্ট্রপতি	চতুর্থ	দ্বাদশ	
উপপ্রধানমন্ত্রী	পঞ্চম	দ্বাদশ	
সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল	পঞ্চম	ষোড়শ	২০ অক্টোবর, ২০২৪
নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার	ত্রয়োদশ	পঞ্চদশ	১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪

- সব চেয়ে বেশি সংশোধনী – প্রথম সংসদে (৪ বার)
- সব থেকে বেশি ভোট পড়েছে - ষোড়শ সংশোধনীতে (৩২৭-০ ভোটে পাশ)
- যে দুটি সংশোধনীর মধ্যবর্তী সময়ে দেশে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা চালু ছিল- চতুর্থ থেকে দ্বাদশ (১৯৭৫-১৯৯১)
- বিল পাশ হওয়ার পরেই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় – চতুর্থ সংশোধনী
- এ পর্যন্ত সংবিধান সংশোধন হয়নি – ৭ম ও ১১তম সংসদে

- সংবিধান সংশোধনীতে গণভোট - ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র দ্বারা সংযোজিত হয় যা ৫ম সংশোধনী দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল, গণভোটের পক্ষে সম্মতি – দ্বাদশ সংশোধনীতে, গণভোট বাতিল – পঞ্চদশ সংশোধনী দ্বারা (আদালত এ ধারা বাতিল ঘোষণা করেছে)
- যে কয়টি সংশোধনী আদালত কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয়েছে - ৪ টি (৫ম, ৭ম, ১৩শ, ১৬শ)
- ১৫শ সংশোধনীর ৬টি বিধান বাতিল করেছে আদালত।

বয়স সীমা

অবসরের বয়স

- সরকারি কর্মকর্তাদের- ৫৯ বছর
- বিপিএসসি চেয়ারম্যান, মহাহিসাব নিরীক্ষকের- ৬৫ বছর
- বিচারপতি ও গবেষকদের-- ৬৭ বছর
- অ্যাটর্নি জেনারেল- রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনিচ্ছায় নির্ভর করে
- বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর- ৬৭ বছর

কার্যভার গ্রহণ হতে ৫ বছর

- রাষ্ট্রপতি
- প্রধানমন্ত্রী
- সংসদ সদস্য

৬৭ বছর পর্যন্ত

- প্রধান বিচারপতি
- গভর্ণর

৬৫ বছর বা কার্যভার গ্রহণ হতে ৫ বছর যেটি আগে ঘটবে

- প্রধান নির্বাচন কমিশনার
- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
- পিএসসি চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য

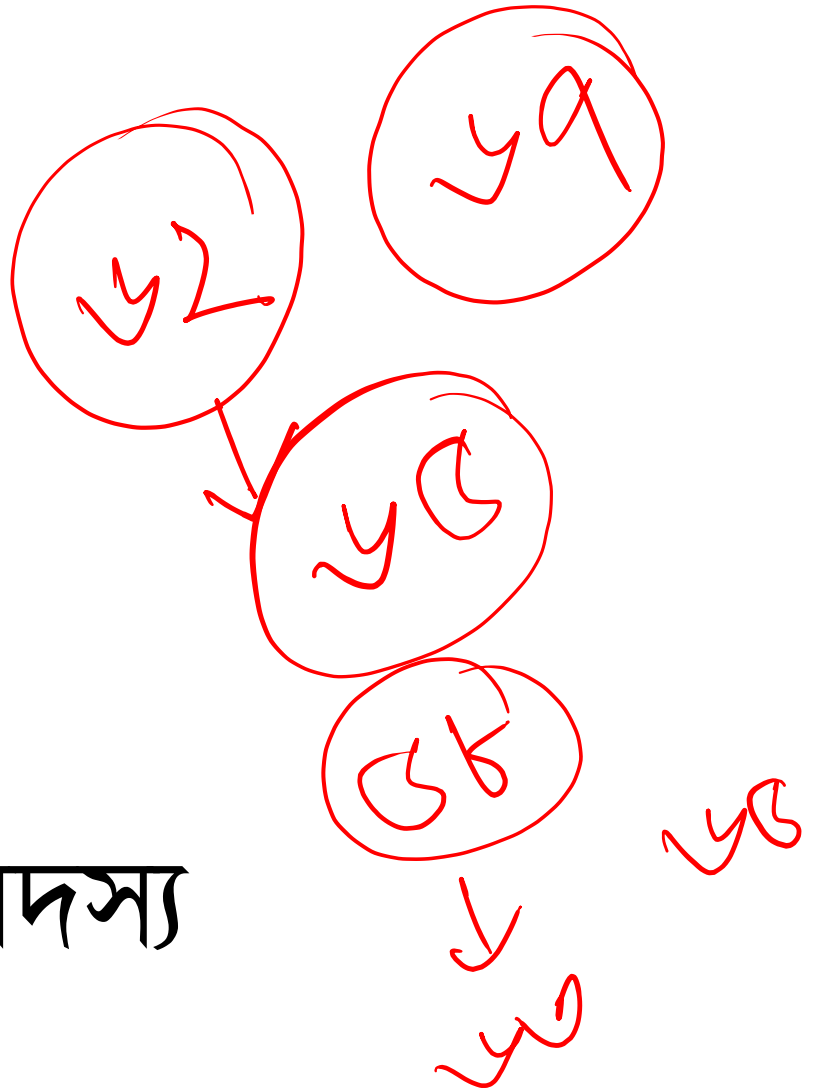

কে কাকে শপথ পড়ান

সংবিধানের ১৪৮নং অনুচ্ছেদ এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যাদের শপথ পড়ান

- প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ
- প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী
- স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং প্রধান বিচারপতি

প্রধান বিচারপতি যাদের শপথ পড়ান

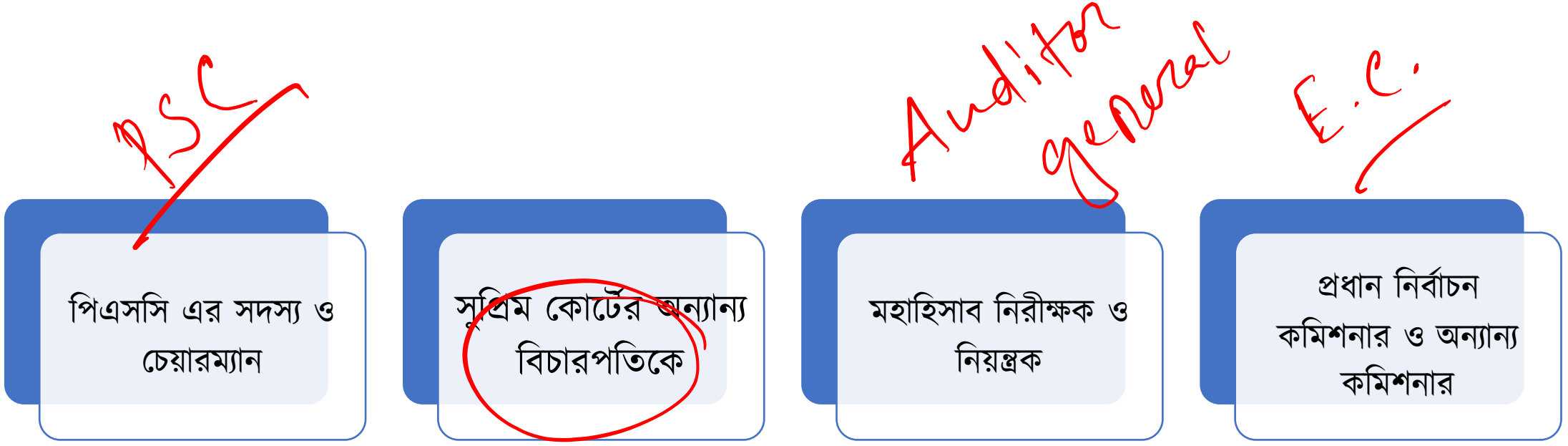

স্পিকার যাদের শপথ পড়ান:

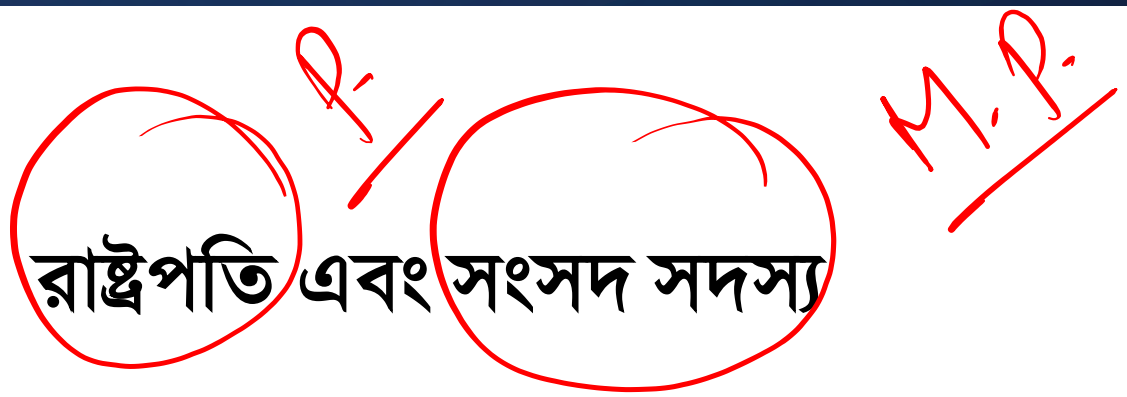

রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন

- প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী
- প্রধান বিচারপতি
- সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি
- প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণ

রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন

- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
- পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্য
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর
- অ্যাটর্নি জেনারেল
- বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান,
- বাংলাদেশ সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধান
- প্রধান তথ্য কমিশনার ও কমিশনারগণ
- মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ
- জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান
- আইন কমিশনের চেয়ারম্যান

সাংবিধানিক পদ

- যেসব পদ সংবিধানে বর্ণিত বিধান মোতাবেক সৃষ্টি হয় এবং পদে নির্বাচিত ব্যক্তি শপথ গ্রহণের মাধ্যমে পদ লাভ করে সে পদকে সাংবিধানিক পদ বলে।

- সংবিধানের ৩য় তফসিল অনুযায়ী সাংবিধানিক পদ ৯টি।

সাংবিধানিক পদ

- রাষ্ট্রপতি
- প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ
- স্পিকার
- ডেপুটি স্পিকার
- সংসদ সদস্য
- প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি
- প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণ
- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
- সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য

সংবিধিবদ্ধ পদ

- যেসব পদ সংবিধানের বিধি মোতাবেক সৃষ্টি হয় কিন্তু পদে নির্বাচিত ব্যক্তি শপথ গ্রহণ করে না সেগুলোকে সংবিধিবদ্ধ পদ বলে।

সংবিধিবদ্ধ পদ দুইটি

সংবিধিবদ্ধ পদ

- এটর্নি জেনারেল (অনুচ্ছেদ ৬৪)
- ন্যায়পাল (অনুচ্ছেদ-৭৭)

সাংবিধানিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান

- সংবিধানের বিধি মোতাবেক গঠিত পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলে।

সাংবিধানিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ৭ টি

- নির্বাহী বিভাগ বা শাসন বিভাগ
- আইন বিভাগ
- বিচার বিভাগ
- নির্বাচন কমিশন
- সরকারি কর্মকমিশন
- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়
- অ্যাটর্নি জেনারেল এর কার্যালয়

Thank You